দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 11 AUG 1998
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

জাতীয় শিক্ষানীতি ॥ দু'বছর আগে কাজ শুরু হলেও রিপোর্ট চূড়ান্ত হয়নি আজও

শরিফুজ্জামান পিন্টু

প্রায় দু'বছর আগে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের কাজ শুরু হলেও এ পর্যন্ত তা শেষ হয়নি। চলতি বছরের মধ্যেও শিক্ষানীতি চূড়ান্ত হবার কোন সম্ভাবনা নেই। শিক্ষানীতি চূড়ান্ত করে একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে তা বাস্তবায়নের জন্য সরকারী মহলে চিন্তা-ভাবনা চলছে।

জানা যায়, স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত চারটি শিক্ষা কমিশন গঠন করা হলেও কোন কমিশনের রিপোর্ট আলোর মুখ দেখেনি। শিক্ষানীতি ছাড়াই চলছে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা। নির্বাচনী মেনিফেস্টো অনুযায়ী বর্তমান সরকার গত ১৪ জানুয়ারি '৯৮ জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠন করে। এ কমিটি সরকারের কাছে রিপোর্ট দেবার পর ইতোমধ্যে এক বছর পার হয়েছে। আজও চূড়ান্ত শিক্ষানীতি প্রণয়নই সম্ভব হয়নি। আর এর বাস্তবায়ন তো আরও কঠিন। কারণ শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের সাথে বিপুল পরিমাণ অর্থের ব্যাপার জড়িত। বিভিন্ন মহল থেকে এমনও কথা উঠেছে যে, বর্তমান সরকার তার মেয়াদকালে এ শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করতে পারবে না।

জানা যায়, প্রায় এক বছর আগে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি সরকারের কাছে খসড়া প্রতিবেদন পেশ করে। গত পহেলা ডিসেম্বর '৯৭ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে জাতীয় শিক্ষানীতির খসড়া প্রতিবেদনের ওপর এক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শিক্ষানীতি চূড়ান্ত করার আগে খসড়া প্রতিবেদনটি ব্যাপকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনার প্রস্তাব ওঠে। এ প্রেক্ষিতে বিআইটি কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান ডঃ নজরুল ইসলামকে আহ্বায়ক করে ছয় সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটির ওপর দায়িত্ব দেয়া হয় খসড়া প্রতিবেদনটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যালোচনা ও শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে কি পরিমাণ অর্থ দরকার তা খতিয়ে দেখে সরকারের কাছে রিপোর্ট পেশ করার জন্য।

সূত্র জানায়, সরকার কর্তৃক গঠিত এ কমিটি শিক্ষানীতির খসড়া প্রতিবেদন নিয়ে কয়েক দফা বৈঠক করেছে। এসব বৈঠকে কমিটির সদস্যরা খসড়া প্রতিবেদনে কিছু বিষয় সংযোজন ও কিছু বিষয় সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছে। কমিটি সূত্র জানায়, কমিটির সদস্যরা বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকায় চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রণয়নে বিলম্ব ঘটছে। এ কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রণীত হবে শিক্ষানীতির খসড়া প্রতিবেদন। এরপর তা নীতিগতভাবে অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিসভায় পেশ করা হবে। মন্ত্রিসভায় অনুমোদন লাভের পর তা উপস্থাপন করা হবে জাতীয় সংসদে। ফলে দীর্ঘ এ প্রক্রিয়া সম্পাদনের পর শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে অনেক বিলম্ব হবে।

শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক গত মার্চ মাসে সংসদ অধিবেশনে জাতীয় শিক্ষানীতির খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপনের ঘোষণা দিয়েছিলেন। গত ২১ জানুয়ারি তাঁর ঘোষণার পর জাতীয় সংসদের দু'টি অধিবেশন পার হলেও তিনি সংসদে খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে পারেননি।

শিক্ষানীতির খসড়া প্রতিবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা কমিটির আহ্বায়ক ও বিআইটি কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান ডঃ নজরুল ইসলামের কাছে জানতে চাওয়া হয় কবে আপনারা রিপোর্ট দিতে পারবেন? জবাবে তিনি বলেন, এটি একটি বিশাল দায়িত্ব। আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করছি তাড়াতাড়ি রিপোর্ট দেবার জন্য। ডঃ নজরুল ইসলাম বলেন, আগামী বৈঠকে রিপোর্ট অনেকটা চূড়ান্ত হবে বলে আশা রাখছি।